প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বহুমুখী পদক্ষেপ প্রয়োজন - ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে পরিচালিত ফেলোশিপ গবেষণার ফলাফল

*গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে কার্যকরভাবে যক্ষ্মা মোকাবেলায় স্ক্রিনিং এবং কেস ফলো-আপ, ভার্চুয়াল কেয়ার ও ডিজিটাল স্বাস্থ্য, কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রশিক্ষণের দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।*

**ঢাকা, ২৫ আগস্ট ২০২২:** আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) অ্যালায়েন্স ফর কমব্যাটিং টিবি ইন বাংলাদেশ (এসিটিবি) কার্যক্রম আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে আজ ফেলো গবেষকবৃন্দ তাঁদের যক্ষ্মা বিষয়ক গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল তুলে ধরেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। আরও উপস্থিত ছিলেন মিস মিরান্ডা বেকমেন, ইউএসএআইডি'র জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক; ডা. তাহমিদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, আইসিডিডিআর,বি এবং ডা. ফেরদৌসী কাদরী, সিনিয়র ডিরেক্টর, ইনফেকসাস ডিজিসেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

ডা. আজিজুর রহমান শারাক, এমবিবিএস, এমপিএইচ, বিএসএমএমইউ ঢাকায় বসবাসকারী ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে ঔষধ সংবেদনশীল এবং ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাবের উপর তাঁর গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন। নভেম্বর ২০২০ থেকে অক্টোবর ২০২১ সালের  মধ্যে পরিচালিত এই ক্রস-সেকশনাল পদ্ধতির গবেষণায় তিনি ঢাকায় ৯৩ জন ঔষধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীর পরিবারের মোট ৩৫৫ জন সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। গবেষণায় পাওয়া যায়, ৯.৯% পরিবারের সদস্যদের যক্ষ্মার লক্ষণ ছিল এবং পরবর্তীকালে ৬.৭% জনের যক্ষ্মা ধরা পড়ে। উল্লেখ্য যে, ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীর পরিবারের ১৭৮ জন সদস্যকে স্ক্রিনিং করে ১ জন যক্ষ্মা রোগী পাওয়া গেছে।

ডা. ফারিহা আলম মিহিকা, এমবিবিএস, এমপিএইচ, বিএসএমএমইউ ঢাকার নির্দিষ্ট এলাকায় ফুসফুসীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ পরিষেবার উপর কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব বিষয়ক গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন। তিনি ছয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যসেবাদানকারী ও যক্ষ্মা রোগীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং ২০২১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর সময়সীমার মধ্যে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একটি ক্রস-সেকশনাল গবেষণা সম্পন্ন করেন। গবেষণায় দেখা যায় যে, কোভিড-১৯ এর কারণে যক্ষ্মা স্ক্রিনিং উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয় (১৬%-৩৫%)। সেবাগ্রহীতারা লকডাউনের কারণে সৃষ্ট পরিবহন সংকট (৯৫%) এবং কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হবার ঝুঁকির

বিষয়কে প্রধানতম সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর অভাব, কাজের চাপ বৃদ্ধি এবং কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়গুলো স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

ঢাকায় শিশু যক্ষ্মা সনাক্তকরণের প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে গবেষণা করেন ডা. মোঃ ইমতিয়াজ উদ্দিন, এমবিবিএস, এমপিএইচ, নিপসম। একটি কোয়ালিটিটিভ গবেষণায় তিনি যক্ষ্মা আক্রান্ত শিশু, তাদের পিতামাতা এবং স্বাস্থ্যসেবাদানকারী সবমিলিয়ে ৩২ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিক ও প্রচলিত স্টিগমা, ভুল ধারণা এবং শিশু যক্ষ্মা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, অপ্রতুল কন্ট্যাক্ট ইনভেস্টিগেশন, রোগ নির্ণয়ে সীমাবদ্ধতা, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবাদানকারী এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা শিশু যক্ষ্মা সনাক্তকরণের বাধাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

মমতাজ বেগম, এমপিএইচ, নিপসম স্বাস্থ্যসেবা কর্মী এবং রোগীদের মাঝে ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা বিষয়ক জ্ঞান ও মনোভাব সম্পর্কিত গবেষণা উপস্থাপন করেন। ২০২১ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর সময়সীমার মধ্যে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তিনি একটি ক্রস-সেকশনাল গবেষণা সম্পন্ন করেন। এই গবেষণায় তিনি ২৩২ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, যার মধ্যে ১০১ জন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ও ১৩১ জন রোগী। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ৯৩% চিকিৎসক ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা বিষয়টি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন। আর প্রায় ৬৯% নার্স এবং ৮২% রোগী এই বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখেন।

অনুষ্ঠানে ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত এসিটিবি ফেলোশিপ উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং গবেষকদের তাদের প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, "আজকের উপস্থাপিত গবেষণাগুলো থেকে আমরা দেখলাম, গবেষণা করার পাশাপাশি গবেষণালব্ধ ফলাফল আমাদের কার্যক্রমসমূহে বাস্তবায়ন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাংলাদেশের যক্ষ্মা পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব হবে।"

মিস মিরান্ডা বেকমেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, "যক্ষ্মাকে ঘিরে অনেক সামাজিক ভুল ধারণা/স্টিগমা রয়েছে। যক্ষ্মা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, সনাক্ত ও চিকিৎসার মাধ্যমে যক্ষ্মায় মৃত্যুহার কমানো যায়, তা এই গবেষণাগুলোতে উঠে এসেছে। কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন, চিকিৎসা, এ বিষয়ক নানা গবেষণা ও নতুন জ্ঞান উদ্ভাবন - এ সবই সম্ভব হয়েছে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রতি আমাদের গুরুত্বারোপের ফলে। যক্ষ্মার ক্ষেত্রেও এসব ফলাফল পাওয়া যেতে পারে যদি যক্ষ্মা নির্মূলে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, আগ্রহ ও মনযোগ দেয়া যায়। "

ডা. তাহমিদ আহমেদ ফেলোদের কাজের প্রশংসা করেন এবং তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, "এই ফেলোশীপটি স্বাস্থ্যসেবায় কর্মরত পেশাজীবিদের

যক্ষ্মা গবেষণায় উদ্‌বুদ্ধ করতে সহায়তা করছে। উদ্যোগটি তরুণ গবেষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা সতন্ত্রভাবে চিকিৎসা গবেষণা করতে পারে।"

আইসিডিআর,বি পরিচালিত ইউএসএআইডি'স এসিটিবি, বিএসএমএমইউ এবং নিপসম-এর সমন্বিত উদ্যোগে চারজন স্নাতকোত্তর চিকিৎসক/শিক্ষার্থীদের যক্ষ্মা বিষয়ক গবেষণা/থিসিস সম্পন্নের জন্য এই ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগটি যক্ষ্মা সম্পর্কিত গবেষণার জন্য নতুন প্রজন্মের গবেষকদের একটি অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অনুষ্ঠানে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, ইউএসএআইডি, বিএসএমএমইউ, নিপসম, গণমাধ্যম, আইসিডিডিআর,বি এবং বাংলাদেশে যক্ষ্মা নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

**# #**

**সম্পাদক বরাবর**

**ইউএসএআইডি'স অ্যালায়েন্স ফর কমব্যাটিং টিবি ইন বাংলাদেশ (এসিটিবি)**

ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)-এর অর্থায়নে এবং আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত ইউএসএআইডি'স এসিটিবি কার্যক্রমের লক্ষ্য হল যক্ষ্মা শনাক্তকরণের হার ৯০ শতাংশে উন্নীত করা ও যক্ষ্মার চিকিৎসার সাফল্য ৯০ শতাংশের উপরে ধরে রাখা। এই কার্যক্রমটি যক্ষ্মা শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য শিশুদের রোগসমূহের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই)-এর মাধ্যমে শিশু যক্ষ্মা শনাক্তকরণ, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে একটিভ কেইস ফাইন্ডিং পদ্ধতির মাধ্যমে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে যক্ষ্মা শনাক্তকরণ, ইত্যাদি উদ্যোগ পরিচালনা করে। যেহেতু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা বাংলাদেশে একটি সমস্যা, তাই এর শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা প্রদানও এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও দেশ থেকে যক্ষ্মা আক্রান্তের সংখ্যা কমানোর লক্ষ্যে এই কার্যক্রমের আওতায় যক্ষ্মার প্রতিষেধক চিকিৎসাও প্রদান করা হচ্ছে।

**ইউএসএআইডি**

মার্কিন সরকার ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশকে ৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করেছে। প্রতি বছর ইউএসএআইডি বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করে থাকে খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারিত করা, স্বাস্থ্যের এবং শিক্ষার উন্নতি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং অনুশীলনের প্রচার, পরিবেশ রক্ষা, এবং জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য।

**# # #**

**বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন:**

**ডা. পল দারু**
চিফ অফ পার্টি, ইউএসএআইডি'স এসিটিবি
প্রোগ্রাম অন এমার্জিং ইনফেকশন, ইনফেকসাস ডিজিসেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

মোবাইল: ০১৭১২৭৬২৪৬২
ইমেইল: paul.daru@icddrb.org

# # #